দামুড়হুদায় অবৈধ বাঁধ ম্যাজিক জাল অপসারণ ও পুড়িয়ে বিনষ্ট

দামুড়হুদা উপজেলায় মোবাইল কোটের মাধ্যমে মাথাভাঙ্গা নদী থেকে অবৈধ বাঁধ ও ম্যজিক জাল অপসারণ করা হয়েছে। দামুড়হুদা সদর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ১০ টি বাঁধ ও ৭২ টি ম্যাজিক জাল উদ্ধার করে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

আজ রবিবার সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত দামুড়হুদা উপজেলার পুরাতন বাস্তপুর রঘুনাথপুর সুবুলপুর গোবিন্দপুর গলায়দড়ি, জিরাটসহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে অবৈধ বাঁধ অপসারণ করে মাছ ধরার জাল জব্দ করা হয়েছে।

অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান। মোবাইল কোর্ট অভিযানে সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফারুক মহলদার, উপজেলা ভুমি অফিসের সহকারি আরিফ উদ্দীন,দামুড়হুদা মডেল থানার এস আই অপরুপ,কনস্টেবল আসাদ।

দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান অভিযান শেষে সাংবাদিকদের জানান,আপনারা জানেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী যার নাম মাথাভাঙ্গা। এই মাথাভাঙ্গা নদীতে কিছু অসাধু ব্যক্তি বাঁশের আড়াআড়িভাবে বাঁধ দিয়ে রাখছিল এর পরিপ্রেক্ষিতে দামুড়হুদা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয় সেখানে চায়না ম্যাজিক জাল ও বাঁধ অপসারণ করা হয়। জনস্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। পরবর্তীতে এই কর্মকান্ডের সাথে কেউ জড়িত থাকলে কঠোরভাবে আইনি পদক্ষেপ নেয়া হবে।

দামুড়হুদায় খেজুর গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছীরা

পারদর্শী গাছিদের নিপুণ হাতের ছোঁয়াতে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে খেজুর গাছের পরিচর্যা। দামুড়হুদায় বিভিন্ন গ্রামের গাছীরা খেজুর গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন।

বৈচিত্র্যময় ছয় ঋতুর দেশ আামদের বাংলাদেশ।দেশের ঋতু গুলোর রয়েছে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। আর এ ঋতু বৈচিত্র্যের পরিবর্তনের জন্য রাতের শেষে জানান দিচ্ছে শীত। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রকৃতিতে বইতে শুরু হয়েছে শীতের আগমনী বার্তা।শিশির ভেজা ঘাস আর হালকা কুয়াশায় প্রস্তুত হচ্ছেন শীত। প্রকৃতি সেজেছে অনিন্দ্য সুন্দর রূপে। প্রাম- বাংলার ঐতিহ্যবাহী অবহেলিত এ খেজুর গাছগুলোকে নতুনরূপে সাজিয়ে তোলার প্রস্তুতি শেরে গাছ থেকে খেজুরের সুমিষ্ট স্বাদের রস আহরণের প্রস্তুতিতে দামুড়হুদায় গাছীরা।

ইতিমধ্যেই উপজেলার সকল গ্রামের গাছিরা হাতে দা কোমরে দড়ি ও হাতের নিপুণ ছোয়াতে গাছ চাঁচাছোলার কাজ শুরু করেছেন।শীতের দিন মানেই গ্রামীণ জনপদের মানুষের মাঝে খেজুর রস আর রস থেকে তার গুড়ের মৌ মৌ গন্ধ। শীতের সকালে খেজুরের তাজা রস যে কতটুকু তৃপ্তির তা বলে বোঝানো যাবে না। পাড়ায় পাড়ায় খেজুর রসের পিঠা এবং পায়েসতো খুবই মজাদার। আর ক’একদিন পরই সংগ্রহ করা হবে রস, রস থেকে শুরু হবে পাটালি ও গুড় তৈরির পর্ব। চুয়াডাঙ্গা জেলার রস ও গুড়ের সুনাম অর্জন রয়েছেন দেশব্যাপী।

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের তারিনী পুর গ্রামের গাছী জসিম উদ্দীন গ্রামের রাস্তার পাশে মাজায় মোটা দড়ি,হাতে কাচি নিয়ে খেজুরের গাছ ঝুড়ার কাজে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। এসময় তার কাছে গিয়ে এ বছরের কয়টি খেজুর গাছ রয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন,নিজের গাছ রয়েছেন ৫০ টি অন্যের কাছে থেকে নিয়েছি ৭০ টি। এবছর মোট ১২০ টি গাছ থেকে রস সংগ্রহ কারা হবে।

ইতিমধ্যেই গাছের পরিচর্যা শেষের পথে।অন্যের কাছ থেকে ৭০টি গাছ নেওয়ার জন্য প্রতিটি গাছের জন্য ১ কেজি করে মোট ৭০ কেজি গুড় দেওয়া লাগবে।রস সংগ্রহের জন্য গাছের সকল পরিচর্যা শেষের পথে।

শীতের এ মৌসুমিতে পুরোদমে চলবে রস সংগ্রহ শেষে গুড় তৈরির প্রস্তুতি। গুড় থেকে তৈরি করা হবে পাটালি। রস থেকে গুড় তৈরির এ পর্ব চলবে ফ্লাল্গুন মাস অবধি। একই গ্রামের গাছী জিয়ারুল হক বলেন আমার ৯০টি খেজুর গাছ রয়েছে, গাছীরা এবার মজুরী নিচ্ছে ১০০০টাকা মজুরীর দাম বেশি হওয়ায় আমি নিজের গাছ নিজেই চাঁচাছোলা করছি। হেমন্তের প্রথমে দামুড়হুদা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী গুড়ের হাট জয়রামপুর ষ্টেশন বাজার ও সরোজগঞ্জ বাজার সহ বিভিন্ন স্থানে গাছিরা তাদের গুড় নিয়ে আসবেন বাজারে বিক্রি করতে।এসকল গুড়ের হাট থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানের গুড় ব্যবসায়ীরা পাইকারি দরে গুড় কিনে ট্রাক,আলামসাধুর মাধ্যমে চলে যাবেন তাদের গন্তব্য স্থলে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, জেলার চারটি উপজেলার মোট ২ লাখ ৪৮ হজার ৯৬০ টি খেজুর গাছ রয়েছে।এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ৯৩ হাজর ৪৫০, আলমডাঙ্গায় ৩৫ হাজার ৩১০ টি, দামুড়হুদা উপজেলার ৮৩ হাজার ও জীবননগর উপজেলার ৩৬ হাজার ৫০০ টি খেজুর গাছ রয়েছে। জেলা থেকে এ বছরে ২ হাজর ৫০০ মেট্রিক টন গুড় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে, যা অর্জনে আশাবাদী। এ জেলার গুড় সুস্বাদু হওয়ার কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে যেয়ে থাকেন।

যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের “মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা মোঃ মাসুম আব্দুল্লাহ’র সাথে কথা বললে তিনি বলেন, গাছিদের গাছ কাটার কাজটি একটি শিল্প। এ জন্য শীত মৌসুমে আসার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ গাছিদের কদর বেড়ে যায় । গাছের রস গুড়ের ঐতিহ্য ধরে রাখতে খেজুর গাছ রক্ষাসহ নতুনভাবে রোপণের উদ্যোগ নেয়া জরুরি। তিনি আরো বলেন, আমাদের বাংলাদেশে পরিকল্পিত ভাবে খেজুর গাছ রোপন ও সংরক্ষণের দরকার। কারণ এ গাছটি অন্যান্য গাছের তুলনায় অধিক গুরুত্ব বহন করেন, অর্থনৈতিক ভাবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেন।তাছাড়া খেজুরের ঐতিহ্য ধরে রাখতে দেশি চারার পাশাপাশি বিদেশি চারাও রোপন করা প্রয়োজন। তবে বর্তমান দেশের বিভিন্ন স্থানে খেজুরের জন্য বিদেশি গাছ লাগানো হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গায় গলা কেটে এক নারীকে হত্যা

চুয়াডাঙ্গা শহরতলী দৌলতদিয়াড়ে অঞ্জলি (৫৫) নামে এক নারীকে গলা কেটে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (২০ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দৌলতদিয়াড় দক্ষিনপাড়ার একটি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত অঞ্জলি খাতুন দৌলতদিয়াড় দক্ষিনপাড়ার গহেশের স্ত্রী ও পৌর এলাকার হাজরাহাটি গ্রামের মৃত. মেঘনাথের মেয়ে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) শেখ সেকেন্দার আলী এ খুনের তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, এক নারীকে গলা কেটে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। আমরা ঘটনাস্থলে আছি। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

আলমডাঙ্গায় দোকানের শাটার ভেঙে মোবাইলসহ ১০ লাখ টাকার মালামাল চুরি

আলমডাঙ্গা উপজেলার একটি দোকান থেকে ৩৫টি স্মার্ট মোবাইল ফোন, রিচার্জ কার্ডসহ নগত ৫ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। যার সব বাজার মূল্য প্রায় ১০ লাখ টাকা।

গতকাল শনিবার সকাল ৭ টার দিকে উপজেলার ভাঙবাড়িয়া ইউনিয়নের হাটবোয়ালিয়া বাজারের রোজি টেলিকমে এ চুরির ঘটনা ঘটে।

চুরির ঘটনায় ওই দোকান পরিদর্শন করেছেন আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) মাসুদুর রহমান।

জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টায় মার্কেটের সবাই দোকান বন্ধ করে চলে যান। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৭টায় পাশের দোকানের কর্মচারী দোকান খুলতে গেলে দেখতে পান দোকানের তালা খোলা ও

শাটার ভাঙা। পরে রোজি টেলিকমের মালিক মজিবুলের মোবাইল ফোনে জানালে তিনি তার দোকানের সিসি ক্যামেরার ভিডিওতে দেখতে পান তার দোকানে চুরি হয়েছে।

দোকান মালিক মজিবুল ইসলাম বলেন, আমার দোকান থেকে ৩৫ টি স্মার্ট মোবাইল, রিচার্জ কার্ড ও নগত ৫ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। যার বাজার মূল্য প্রায় ১০ লাখ টাকা। আমি আইনগত ব্যবস্থা নেব।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুদুর রহমান জানান, চুরির ঘটনায় দোকানের সিসি ক্যামেরার মেমোরি কার্ড থানায় আনা হয়েছে। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গার রায়সায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে গৃহবধূর আত্মহত্যা

আলমডাঙ্গার রায়সায় শিখা খাতুন (৩৫) নামের এক গৃহবধূর গলায় ফাঁস লাগানো লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মালয়েশিয়া প্রবাসী স্বামীর পরকীয়া নিয়ে দাম্পত্য কলহের জেরে এই গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এ অভিযোগে থানায় অপমৃত্যু মামলা করেছে তাঁর পরিবার। শিখা খাতুন উপজেলার রায়সা গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী হারুনের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, শিখা খাতুনের সঙ্গে ১৩ বছর আগে খাসকররা ইউনিয়নের হারুন (৪০) সঙ্গে বিয়ে হয়। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। হারুন গত ৫ বছর আগে মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমান। তিনি তার স্ত্রী শিখা খাতুনের বড় বোন ঘিন্না খাতুন (৩৮) সঙ্গে মোবাইলে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। গত ১ বছর আগে হারুন দেশে ছুটিতে আসেন। ওই সময় বিষয়টি জানতে পেরে শিখা খাতুন প্রতিবাদ করলে স্বামী হারুন তাঁকে মারধর করেন।

এদিকে, গত কয়েকদিন আগে ঘিন্না খাতুন হারুনের সঙ্গে একাত্ম সময় কাটানো ছবি শিখার মোবাইলে পাঠায়। এনিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে

মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় । গতকাল শুক্রবার রাতে ছেলে হাবিবুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমাতে যায় শিখা ।

আজ শনিবার ভোররাতে শিখা তার ছেলেকে বিছানায় রেখে ঘরের আড়ার সঙ্গে ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন।

নিহত শিখার আরেক বোন জবেদা খাতুন বলেন, শিখার স্বামীর সঙ্গে বড় বোন ঘিন্নার অবৈধ সম্পর্কের জেরে তাদের দাম্পত্য জিবনে কোলাহলের সৃষ্টি হয় । এ নিয়ে তার বোন মানসিক বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আজ শনিবার রাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুদুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লাশের সুরতহালও নেওয়া হয়েছে।

আলমডাঙ্গা ব্রাইট মডেল স্কুলের পরিচালক জাকারিয়া হিরোর সাংবাদিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গা ব্রাইট মডেল স্কুলের প্রশাসনিক ভবনের জায়গা দখল ও স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টাসহ নানান অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে পরিচালক জাকারিয়া হিরো।

আজ শনিবার বিকেল ৪ টার দিকে ব্রাইট মডেল স্কুল এন্ড কলেজের অফিস কক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

লিখিত সংবাদ সম্মেলনে ব্রাইট মডেল স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালক জাকারিয়া হিরো বলেন, গত ২০১০ সালে ব্রাইট মডেল স্কুল নামে আলমডাঙ্গা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। বিগত ৫/৬ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটি পরীক্ষার ফলাফলে চুয়াডাঙ্গা জেলার শীর্ষস্থানে অবস্থান করে আসছে। শুধু চুয়াডাঙ্গা জেলায় নয়, যশোর বোর্ডের শীর্ষ ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম।

তিনি আরও বলেন , গত ২০২২ সালে নভেম্বরে শেষের দিকে পৌর এলাকার ৭২ নম্বর গোবিন্দপুর মৌজার ২৪৮৮ খতিয়ানে আর .এস ৮১০৩ , ৮১০৪ , ৮১০৬ নং দাগে মোট ১২ .২১ শতক জমি ক্রয় করা হয়। ওই জমির মালিক ছিলেন পৌর এলাকার বাবুপাড়ার দিলীপ কুমার বিশ্বাস গং। একই খতিয়ানের ৮১০৬ নং দাগের ৩ .৭১ শতক ক্রয় সূত্রে জমির মালিকানা হিসেবে সরকারি ভাবে নামজারির মাধ্যমে খাজনা পরিশোধ করা হয়েছে। আলমডাঙ্গা পৌরসভা থেকে নকশা অনুমোদন করে ওই জমিতে বিদ্যালয়ের তিনতলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করা হয়। ইতোমধ্যে ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

জাকারিয়া হিরো বলেন , বিগত দিন ওই জমির মালিক দিলীপ কুমার বিশ্বাস গংয়ের অনুমতি বিহীন কতিপয় ব্যাক্তি একটি ব্যামাগার নির্মাণ করেন। সরকারি বিধি মোতাবেক ওই জমি ক্রয় করি। ওই জমিতে ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। গত এক মাসের অধিক সময় ধরে কিছু স্বার্থন্বেষী মহল আমার এবং ব্রাইট মডেল স্কুল এন্ড কলেজের সাফল্য ক্ষুন্ন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার ও হিংসাত্মক কাজের মাধ্যমে তাদের নিজেদের স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাকে বিভিন্ন মাধ্যমে হুমকিও প্রদান করা হচ্ছে। জোরপূর্বক আমার ক্রয়কৃত জমি দখলে তারা শহরের প্রধান সড়কে বিভিন্ন স্লোগান ও মশাল মিছিল করেছে। এছাড়াও আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট দফায় দফায় আলোচনা সভাও করা হয়েছে। ওই সভায় আমার সকল জমির কাগজপত্র দাখিল করি। উপস্থিত সকলে কাগজপত্র দেখিয়া প্রতিয়মান হয় যে , ক্রয়কৃত জমিটি নিষকণ্ঠক ও নির্ভেজাল যা ব্রাইট মডেল স্কুলের পরিচালক জাকারিয়া হিরোর।

তিনি সংবাদ সম্মেলনে আরও উল্লেখ করে বলেন , আমার প্রতিষ্ঠান ব্রাইট মডেল স্কুলের প্রশাসনিক ভবনটি কিছু স্বার্থন্বেষী কুচক্রীয় মহল জোরপূর্বক দখলের চেষ্ঠা করছে। কিন্তু হঠাৎ করে ঐ সকল স্বার্থান্বেষী মহল তাদের নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ব্রাইট মডেল স্কুল এন্ড কলেজের বিপক্ষে দিনের পর দিন আলমডাঙ্গাবাসীকে মিথ্যা ও বিভ্রান্তি মূলক তথ্য দিয়ে ভুল বুঝানোর চেষ্টা করছে। যা আমার ও আমার প্রতিষ্ঠানের সকলের জন্য অত্যান্ত বেদনাদায়ক ও মান হানিকর। আমি সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্মান ও নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে উপস্থিত সাংবাদিকদের নিকট লিখিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দের সহযোগীতা ও হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এ সময় তিনি বলেন, সমাজ থেকে মাদক সেবনকারী ও মাদক ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করতে হবে। মাদক উচ্ছেদের ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে আমরা অনুরোধ করবো এদিকে আপনারা লক্ষ্য রাখুন আমরা আপনাদের মাদক উচ্ছেদের ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করব। সেই সাথে বিএনপি দলের ভেতর কোনো চাঁদাবাজি উচ্ছৃংখল কাউকে স্থান দেওয়া হবে না। বিএনপি একটি শান্তি প্রিয় ও জনগণের আস্থার দল।

কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন থানা বিএনপির, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম, সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আনসার আলি।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা থানা বিএনপি নেতা আতিয়ার রহমান চুন্নু, তোতাম মিয়া, শামসুল আলম, টিটন, যুবদল নেতা লিটন, সজল,দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক তারিকুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তুহিন, ছাত্রদল নেতা সজীব আহমেদ, মামুন প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন থানা বিএনপির সংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম।

দর্শনায় মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দামুড়হুদা উপজেলা পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামের মানসিক প্রতিবন্ধী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আহম্মদ আলী
(৫৬) নামের এক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলাসহ আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে ওই গ্রামের একটি ঝালখেতে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে।গ্রেফতারকৃত আহম্মদ আলী(৫৬) পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের মদনা ইউনিয়নের মদনা দক্ষিণপাড়ার মৃত জুড়ান মন্ডলের ছেলে।

পুলিশ জানায়, দর্শনার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামের দক্ষিণপাড়ার এক শিশুকন্যা (১২) বাড়ির পাশে মাঠে যায়। এসময় ওই গ্রামের আহম্মদ আলী শিশুটিকে মাঠে একা পেয়ে একটি ঝাল খেতের মধ্যে নিয়ে ধর্ষণ করে। ঘটনাটি সন্ধায় জানাজানি হলে শিশুর পিতা বাদী হয়ে ঐদিন রাতেই আহম্মেদ আলী(৫৬) বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একটি মামলা দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে রাতেই আহম্মদ আলীকে গ্রেপ্তার করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বেলা ১২টার দিকে গ্রামের নস্কর দোহা বিলে পদ্মফুল (ঢেঁপ) তুলতে যায় মানসিক প্রতিবন্ধী এক শিশু। এসময় গ্রামের সার-কীটনাশক ও ডিজেল ব্যবসায়ী আহম্মদ আলী শিশুটিকে মাঠে একা পেয়ে ঝাল খেতের মধ্যে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সন্ধ্যার পর গ্রামে বিচার-সালিশের আয়োজন করা হয়। বিচার-সালিশে আহম্মদ আলী প্রভাব খাটিয়ে বিচারের রায়কে অমান্য করলে শুরু হয় হট্টগোল। এক পর্যায় হাতাহাতি শুরু হলে বিচারের রায় ভেস্তে যায়। পরে খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহম্মদ আলীকে গ্রেফতার করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহীদ তিতুমীর বলেন, আসামিকে আদালতে মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে ও ভুক্তভোগী শিশুকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে ।

দর্শনা কেরুজে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে হাফিজুলের দায়িত্বভার গ্রহণ

দর্শনা কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক হিসাবে হাফিজুর রহমান শপথ বাক্য পাঠ করে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে।

আজ শনিবার (১৯ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০ টায় কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী

শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রমিক ইউনিয়নের আশরাফুল হক।

উল্লেখ্য গত ১৭ অক্টোবর ৯ বারের সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদের চাকুরী মেয়াদ শেষ হওয়ায় এ পদটি শৃন্য হয়ে যায়। শুন্য হওয়ায় পর সহ সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমানকে আজ শপথ শেষে ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।